R. N. No. 2532/57　　Phone No. RGG.112　　Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৮শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
১৪ই আগষ্ট ১৯৯১ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫্

টেলিফোনের বেহাল অবস্থা কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : দীর্ঘ ৩/৪ মাস ধরে স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কলকাতার সঙ্গে সরাসরি ফোন যোগাযোগে ব্যর্থ হচ্ছেন। বুক করতে গেলে জবাব আসে কলকাতার লাইন খারাপ। এই অবস্থার উন্নতি কবে হবে প্রশ্ন করলে স্থানীয় জুনিয়ার টেলিকম অফিসার আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র লোক্যাল লাইনের। ট্রাঙ্ক লাইনের পুরো দায়িত্ব বহরমপুর টেলিকম ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ারের। তিনি আরও জানান—এখানে কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের দুটি লাইন আছে। একটি ডায়ালিং সিষ্টেমে ডাইরেক্ট লাইন। অন্যটি ম্যানুয়াল। গত ৩/৪ মাস থেকে সিলিং লোড আপারেটিং ডায়ালিং বা SLOD অকেজো। অন্যটি তারও আগে থেকে খারাপ। ফলে সরাসরি কলকাতা যোগাযোগ করার সব পথ বন্ধ। বহরমপুর হয়ে কোন রকমে কলকাতা যোগাযোগ টিকিয়ে রাখা হয়েছে। তাও অনিশ্চিত। কখন লাইন পাওয়া যাবে এখানকার অফিসের কর্মীরা বলতে পারেন না। অন্যদিকে বহরমপুরের সঙ্গে যোগাযোগকারী সি বি সার্কিটও মাসের মধ্যে বেশীংভাগ সময় অকেজো হয়ে পড়ে। জানা যায় লাইনের ত্রুটির জন্য বারবার ডিভিসনাল অফিসকে তাগিদ দিয়েও কাজ পাওয়া যায় না। ওখানে মেকানিক, বিভিন্ন দায়িত্বশীল কর্মী ও অফিসার আছেন। কিন্তু কেন কাজ হয় না তা বোঝা দুষ্কর। জনসাধারণ বাৎসরিক রেন্ট গুণে পকেট ফাঁক করেও কষ্ট পাচ্ছেন। যোগাযোগ ব্যাবস্থা চালু না থাকায় সরকারের রেভিনিউও নষ্ট হচ্ছে। বহরমপুরে ক্যারিয়ার খারাপ, সার্কিট খারাপ, মাসের পর মাস লাইন টেষ্ট হয় না। লুপ লাইনে বাতাস লাগলে গাছের ডাল বা বাড়ীর দেওয়ালে তার ঠেকে লাইন অকেজো হয়ে পড়লেও আগের মত লাইন সারাতে লোক আসা প্রায় উঠে গেছে। শোনা যাচ্ছে রঘুনাথগঞ্জে ইলেকট্রনিক সিষ্টেম চালু হওয়ার মঞ্জুরী দীর্ঘদিন এসে গেলেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা আজও নেওয়া হয়নি।

ঠাণ্ডা লড়াই এর পরিণতি বিডিওর বদলী

সাগরদীঘি : এই ব্লকের বিডিও বাদলচন্দ্র দাস গত ২৬ জুলাই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বিডিওকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিলেন। খবর, কানাইলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর নিত্যসন্তোষ চৌধুরী পঞ্চায়েত সমিতির সভপতির দায়িত্ব পান। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ক্ষমতার দম্ভে শ্রীচৌধুরী প্রথম থেকে নিজের খুশীমত কাজকর্ম চালাতে থাকায় বিডিওর সঙ্গে তাঁর মন কষাকষি শুরু হয়। লড়াই এর শুরু ব্লকের বৃক্ষ চারা তৈরী নার্শারী নিয়ে। এই নার্শারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন জনৈক নিজাম সেখ। সভাপতি এই পদ থেকে নিজামকে বাদ দিয়ে তাঁর পছন্দমত জনৈক মধুকে ঐ দায়িত্ব দেওয়ার জন্য দাবী জানালেন। কিন্তু বিডিও নিয়ম বহির্ভুত ঐ কাজে সম্মত হলেন না। সভাপতি নিজের জিদ বজায় রাখতে নাকি জেলা সভাধিপতিকে দিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁর আদেশ জারী করিয়ে বিডিওকে দিয়ে নিজামকে সরাতে বাধ্য করলেন। এতেই কিন্তু দ্বন্দ্ব থেমে থাকলো না। সভাপতি বিডিও অফিসের ভাড়া করা জিপ গাড়ী নিজের ও পার্টির কাজে ব্যবহার করে প্রচুর টাকার তেল খরচ করে বসলেন। বিডিও আপত্তি করলেন। এবং অফিসের কাজে জিপ চেয়েও না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে বিডিও কলকাতা (শেষ পৃঃ)

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নবারুণ পয়েন্ট : ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গত ৭ আগষ্ট সকাল ১১-৩০ মিঃ নাগাদ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে আব্দুল হাকিম (২৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্য চারজন আহত হন। দুর্ঘটনাটি ঘটে এন টি পি সির কাজে নিযুক্ত এন পি সি সি কোম্পানীর ৫ জন শ্রমিক একটি লোহার চ্যানেল নিয়ে যখন কেবল্ লাইন পার হচ্ছিলেন সেই সময়ে। আহতদের মালদা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বেশী দামে সার বিক্রী হচ্ছে

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের সার বিক্রেতারা সরকার নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্যে সার বিক্রী করছেন বলে স্থানীয় চাষীরা অভিযোগ করেন। তাঁরা স্থানীয় কৃষি বিভাগে জানিয়েও কোন ফল পাননি বলে জানা যায়। আরও অভিযোগ কীটনাশক ওষুধ বিক্রী করার লাইসেন্স না নিয়েও বেশ কিছু ব্যবসাদার কীটনাশক বিক্রী করছেন। সরকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এসব দেখেও দেখছেন না।

কমার্স ছাত্রদের অসন্তোষ

জঙ্গিপুর : স্থানীয় হাই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে কমার্স ছাত্রদের ফল অপ্রকাশিত থাকায় ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কাউন্সীলের বদান্যতাই যে এর একমাত্র কারণ তা উল্লেখ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে ছাত্রদের আশ্বাস দেন। ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় ভর্তির ব্যাপারে যাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কথা চিন্তা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাই ছাত্রদের একমাত্র আবেদন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৮ সাল

'সব ঝুট হ্যায়' ?

আগামী ১৫ই আগষ্ট দেশের সর্বত্র ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪৪ বৎসর পূর্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একসময় যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের অনেকেই গত ; সে যুগের নূতন প্রজন্ম আজ বিদায়ী প্রজন্ম। এ যুগের নব প্রজন্মকে তাঁহারা অতীতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং কাঙ্খিত বস্তুর কথা অনেক শুনাইবেন অথবা এই নব প্রজন্ম ইতিহাসের তথ্যাদি হইতে তাহা জানিতে পারিবেন, কিন্তু অতীতের কামনা এবং বর্তমানের প্রাপ্তির মানে আকাশপাতাল প্রভেদ দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইবেন। ১৯৪৭ সালের যুবকেরা ১৯৯১তে প্রৌঢ়ত্ব উপনীত হইয়া চারি দশকে এই স্বাধীন দেশের বেহাল অবস্থা দেখিয়া প্রচণ্ড আশাহত। তাঁহাদের তখনকার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি কি ইহাই ছিল যে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে দেশ ও জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য মানুষ তৈয়ারী করিতে হইবে ?

সে প্রতিশ্রুতি যদি থাকিয়া থাকে তবে আজ তাহা ফলিতেছে। ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, আজিকার খণ্ডিত স্বাধীনতার জন্য বীর শহীদেরা সেদিন আক্রোশে ও নির্দ্বিধায় ফাঁসির রজ্জু বা ইংরেজদের বুলেট বরণ করেন নাই। তাঁহাদের সাধনার ধন, ধ্যানের ভারত ছিল অখণ্ড স্বাধীন ভারত। কামনা ছিল এক অখণ্ড ভারতীয় জাতির। কিন্তু বৃটিশের কাম্য তাহা ছিল না। ভারতের শক্ত সরল মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দেবার জন্য কূট চক্রান্ত চালাইল তাহারা। লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে শিখাইয়া-পড়াইয়া এবং উপযুক্ত তালিম দিয়া বিভেদের রাজনীতির বিষ ছড়াইয়া কাজ হাসিল করিতে ভারতের বড়লাট করিয়া পাঠান হইল। তিনি আপন যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখিয়া গেলেন। আজ দিকে দিকে তাহার ফলপ্রসূ হইতেছে। তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রদত্ত টোপ গিলিলেন। পতঙ্গ অগ্নিশিখা মুখী হইল ; অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার দাবী এক বিশেষ প্রলোভনে নস্যাৎ হইয়া গেল। সেদিনের লোভ-স্বার্থ-সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়া আজ মহীরুহে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তখন এক বিরাট মর্মবেদনায় সুভাষচন্দ্রকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আর তাহাতে নরমপন্থীদের যথেষ্ট সুবিধা হইল। এক সময়ের মর্মবেদনার দীর্ঘশ্বাস আজ দিকে দিকে তুলিয়াছে নানা অশান্তি। লোভ, স্বার্থপরতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতির জটিল আবর্তের মধ্যে পড়িয়া আধুনিক প্রজন্মের মনে একটিমাত্র প্রশ্ন—এই কি সেই স্বাধীনতা যাহার জন্য ফাঁসির মঞ্চে একদা জীবনের জয়গান গাওয়া হইয়াছিল ? অশিক্ষা, দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত দেশ। আর সবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে মহৎ আদর্শের মূল্যবোধ-হীনতা। ইহার ফলশ্রুতি এক নির্লজ্জ স্বার্থান্ধতা। দেশমাতৃকার দেহ খাবলান শুরু হইয়াছে। বহিঃশক্তি এক দিকে, অন্যদিকে দেশের বিভেদকামী মানুষ এই খণ্ডযজ্ঞে সামিল হইয়াছে, আর তাই চলিতেছে নানা প্রান্তে হত্যা এবং অভ্যন্তরীণ সর্বনাশের ক্রিয়া-কলাপ। কোথায় কবির স্বপ্নের 'দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান/জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ'।

তাই কি এই 'আজাদী ঝুট হ্যয়' ? আসমুদ্র হিমাচল যে স্বাধীনতার জন্য অতীতে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ সেই পবিত্র-ভূমিকে টুকরা টুকরা করিতে বদ্ধপরিকর এবং জাতি হিসাবে আত্মহননের পথ করিতেছে এই দেশেরই মানুষ।

যেখানে মৃত্যুই সৃষ্টির প্রেরণা

গোপাল সাহা

১৩০৯ সাল। অগ্রহায়ণ মাস। কবি গুরুর পত্নী-বিয়োগ ঘটে। কবি লিখলেন, 'স্মরণ' কাব্যখানি।

—তুমি মোর জীবনের মাঝে—

মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যে অপূর্ব সংযোগ তা কবি বারবার বলতে চেয়েছেন কাব্য, সাহিত্য, আত্মজীবনীর প্রত্যেক পর্বে ; কবি তার আত্মজীবনী 'ছেলে-বেলা'তে উল্লেখ করেছেন মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা, বৌঠাকুরাণের মৃত্যুতে কবির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি—"আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল সে স্থায়ী পরিচয়।"

আসলে রবীন্দ্রনাথ এমন এক সাহিত্য সাধক, এত তাঁর ব্যাপ্তি যে ২৫শে বৈশাখ থেকে ২২শে শ্রাবণ যখনই তাঁকে স্মরণ করি না কেন—ওঁর নিজের ভাষায়, নিজের ছন্দে—এটা কিন্তু আমাদের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা নয় বরং বলা যেতে পারে—ক্ষুদ্র সত্তা বৃহত্তর সত্তার কাছে বিলীন হয়ে যাওয়া—এই যে সহজাত উদারতা তা রবীন্দ্র কাব্য গুণের এক মহৎ ফল।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন কবি যিনি মৃত্যুকেই কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাইতো মধ্যমা কন্যার মৃত্যুর পর সৃষ্টি করলেন কাব্য 'শিশু' কন্যা বিয়োগের মাধ্যমে শিশু কাব্যে যে কবি শৈশবকে ফিরে পেয়েছিলেন তা করুণ রসে সিক্ত।

কবির জীবনের প্রতি যে টান, সৌন্দর্য্যের প্রতি যে আসক্তি তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মৃত্যু সম্বন্ধে এক চরম উপলব্ধি

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গহনে'
ওরে দীন ওরে উদাসীন" —নিজের প্রতি এই আক্ষেপ তা কতখানি মর্মস্পর্শী তা কবির জীবনের মাধ্যমেই বোঝা যায়। কবির দীর্ঘ জীবনে একে একে আপনজনের মৃত্যু কবিকে যে অবসাদের জগতে ঠেলে দিয়েছিল তার প্রকাশ পায় 'খেয়া' কাব্য গ্রন্থে ; তাই তো রাত্রির নির্জন অন্ধকারে বারবার শুনতে ইচ্ছে করে সেই গানখানি,—"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া···।"

এই আমাদের কবিগুরু যিনি মৃত্যুকে জয় করে কবিতা লিখতে লিখতে নিজেই এক কবিতা হয়ে উঠেছেন যা 'মৃত্যুঞ্জয়ী'। তাই তো মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও তিনি আপন মহিমায় বিরাজমান আমাদের মাঝে।

পরপর কয়েকটি খুন পুলিশের গুলি
জনজীবন অশান্ত

ধুলিয়ান : গত ১৫ জুলাই জয়কৃষ্ণপুরে সকাল থেকে বোমা ও গুলির আওয়াজ শোনা যায় এবং ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। এই গোলমালে ৪ জন নিহত ও বেশ কিছু আহত হয় বলে খবর। ঘটনায় প্রকাশ ঐ গ্রামের ভূদেব ঘোষ সকাল ৭টার সময় মাঠ থেকে ফেরার পথে ঐ গ্রামেরই বিজয় দাসের ছেলেরা ভূদেবকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে বিজয় দাসের বাড়ী ঘেরাও করলে বাড়ীর মধ্য থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা পড়তে থাকে। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও কয়েক রাউণ্ড গুলি চালায় বলে জানা যায়। বিজয় দাসের বাড়ীর সকলে পালিয়ে যায়। এই সময়ে ৩৪নং জাতীয় সড়ক বেশ কয়েক ঘন্টার জন্য মাস্তানদের হাতে চলে যায়। গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকে। ঐদিন বেলা ২-৩০ মিঃ নাগাদ ঐ গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মহিষাস্থলীর রোইসান মোমিনকে তাঁর চায়ের দোকানেই হত্যা করা হয়। এবং রাত্রে সামসেরগঞ্জ থানার চকশাপুর গ্রামে ৩৪নং জাতীয় সড়কে নর্থ বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের একটি বাস থামিয়ে লুটপাট করা হয় বলে খবর পাওয়া যায়। জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়। পরের দিন ১৬ জুলাই বোমা তৈরী করতে গিয়ে বোমা ফেটে একজন আহত হয়। তাকে অনুপনগর হাসপাতালে আনা হলে সেখানে মারা যায়। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে।

নয়া বাজেট সে 'মনমোহন' জমানা বদল দিয়া

দুর্মুখ

সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—'মা আমায় ঘুরাবি কত/কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।' কলুর বলদের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে—ঘানি গাছে বাঁধা বলদ; চোখে তার ঠুলি। ঘানির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে চলেছে। পাত্রে জমা হচ্ছে ফোঁটা ফোঁটা সরষে নিঙরান তেল। আহা সেকি সুখের দিন। বাজারে বাজারে, মেলায় মেলায় খাঁটি সরষের তেলের তেলে ভাজা। তার সাথে তেল মাখানো মুড়ি। সে সুখাদ্যের নাই জুড়ি। বাঙ্গালীর গা তেল চুকচুকে। চুল থেকে ঘাড়ে তেল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। সে সুখের দিনের কথা আজ শুধু স্মৃতি। আজ ঘরে ঘরে কাল কুচকুচে মাটির সে ভাঁড় নেই। থাকলেও ভাঁড়ে মা ভবানী। অথচ সরকারের জবানী—বাজারে তেলের অভাব নেই। সংকট সৃষ্টিকর্ত্তা অসাধু মুনাফাবাজ বেওসাদার। সরষে না পারলেও রেশন মারফৎ বেপসিড দেব। ভোজ্য তেল রেশনে পাবে সবে, ওতেই রসনার তৃপ্তি হবে। কাকস্য পরিবেদনা। সুকুমার রায় লিখেছেন স্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায়? বড় জোর একবার। কিন্তু মানুষ তেল তলায় (দোকানে) বারবার যায়। ফিরে ফিরে যায়। লুকিয়ে চুরিয়ে যায়। কখনও তেল পায়, কখনও পায় না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। যখন পায় সে ৩৫ হোক ৪০ হোক। যত টাকাই দাম হোক, ভাবে খুব পেলাম। তেলের ভতি শিশি/তো গিন্নির মুখে মধুর হাসি। রামপ্রসাদের মত গাইতে ইচ্ছে করে—সরকার তোমার প্রেমে আমি ডুবে থাকি। ফ্রন্ট রাজ বলে দোষ কেন্দ্রের। তারা আমাদের করতে কাত/ফন্দি আঁটছে দিবস রাত। কংগ্রেস বলে—ওহি হ্যায় ঝুটা বাত। রাজ্য সরকার নয় কাজের। ফ্রন্ট বলে কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন করতে হবে। যেন আন্দোলন করলেই তেলের ঝরণার মুখ খুলবে। তেলের তরঙ্গে দেশ ভাসবে। আবার স্বদেশপ্রেমী কিছু নেতা বলেন—বাঁচতে চাও/স্বভাব পালটাও। সরষে ছাড়, ধর বেপসিড, সানফ্লাওয়ার, বাদাম, তিল, তিসি। মাদ্রাজীর মত নারকেল তেল। বাঙ্গালী শুধু সরষে চায়, তাই বেওসাদাররাও সুযোগ পায়। স্বভাব তো পালটাবো। কিন্তু কোন তেলটা সুপ্রাপ্য, দামে সহজ লভ্য। তেল বস্তুটাই পিচ্ছিল। ধরতে গেলেই পিছলে যায়। মানুষ তেল না পেলেও সিদ্ধ খেতে পারে। কিন্তু সিদ্ধ করবে কিসে? কেরোসিন তাও দুষ্প্রাপ্য রেশনে। পরিবার পিছু সপ্তাহে এক লিটার। ও দিয়ে তো একদিন কেন এক বেলাও সিদ্ধ হবে না। কয়লা? সেও দুর্মূল্য। বাজেটের আগেই ছিল ১৬০ টাকা কুইন্ট্যাল। এখন কত হবে তা কেউ জানে না। গ্যাস নাও গ্যাস। কিন্তু উনুন কিনতেই লাগবে ১৮০০ টাকা। তাও দরখাস্ত দিয়ে হাপিত্যেশ করে বসে থাকো বছরের পর বছর। যদি সিলিণ্ডার মেলে তবে তার দাম কে যোগাবে? বাজেটের আগে ছিল ৬৫-০০ পরে সাতদিনেই হয়েছে ৭৬ টাকা। তাও মাঝে মাঝে উধাও। তখন সিদ্ধ না করে কাঁচা চিবোতে হবে। মানুষের অবস্থা দেখে হাসে বানর। বলে—ভাইরে সাধে কি আর কাঁচা খাই। কাঁচা খাওয়ার সুবিধে কত। কোন ঝামেলা নেই। গাছ থেকে ছেঁড়ো আর খাও। গাছের ডালে বাড়ীর চালে চালে ঘুরে বেড়াও মোজসে। ট্যাক্স নেই, খাজনা নেই। তোফা জীবন যাপন। করে নানা আশা, প্রায়োপবেশন করতে হবে না। কোন ভাবনা নেই, দায়িত্ব নেই। আর তোমাদের সহকার। সব যদি রেশনে প্রচুর পরিমাণে দেয়ও পাবে কোথায়? ভুতুড়ে কার্ডে ভুত ভোজনেই সব ফক্কিকার। যে অবস্থা সে অবস্থ' তোমায় আমার পাঁচজনার। রেশন ডিলারের পায়ে তেল দিতে হাঁটা-চলা করতে করতে জুতোর সুক-তলা ক্ষয়ে যাবে, পাবে না কিছুই। সব চোরা পথে চলে যাবে অন্ধ-কারে। সেখান থেকে তোমাকে কিনতে হবে ২০ টাকার জিনিস ৩০ টাকায়। এই তো নিয়ম। এখন বেনিয়মই হচ্ছে নিয়ম। কয়লা গ্যাস দূর অস্ত। ফিরে দাও সে অরণ্য বলে যদি পিছনে চল তাতেও নিস্তার নেই। জ্বালানী কাঠ তাও দুষ্প্রাপ্য। মরা পোড়ানোর কাঠই মিলছে না তো রান্নার কাঠ। এতসব সত্ত্বেও যদি উনুনে আগুন জ্বলে তবে সে আগুনে রাঁধবে কি? চাল সম্প্রতি ছ'টাকার নীচে নামতেই চায় না। ডাল দুর্মূল্য। মুগ ১৪ টাকা, মুসুরী ১২ টাকা, মটর ছোলা ১২ টাকা, খেসারী যে খেসারী সেও ১১ থেকে ১২ টাকা। চালে ডালে ফুটিয়ে পেটের আগুন নেভাবে সে অবস্থাই বা কোথায়। বাজারে আনাজের দর আকাশ ছোঁয়া। শাক সে শাক তারও কদর বেড়েছে। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজকে বলেছিলেন—'দিবস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ' সেই সুখী। সেই শাকও ৪ থেকে ৫ টাকা কেজি। পটল কিনতে গেলে পটল তোলার অবস্থা। কথায় বলে—আষাঢ়ের পটল চাষাতে খায় না। এখন কিন্তু ভদ্রলোকে পায় না। দর ৬ টাকা। বেগুন যে বেগুন, যার নাই কোন গুণ সেও ৫ টাকা। চাল কুমড়ো, লাউ ৩ টাকা, কয়লা ৬ থেকে ৮ টাকা। মিষ্টি কুমড়ো ৩/৪ টাকা। ডাঁটা নরস নয় নিরস তাও ৩ থেকে ৪ টাকা। মানুষ খাবেটা কি? কচু যে কচু সেও আলুর দাদা। আলু ৩ টাকা কিন্তু কচু ৪ টাকা। সবজী ছেড়ে মাছের বাজারে যান। প্রাণ করবে আনচান। কুঁচো মাছ ১২ থেকে ১৪ টাকা। যেমন তেমন মাছ পচাধসা ২০/২২ টাকা। এক সের ওজনের মাছ কাটলে ৩৫/৪০ টাকা। ইলিশ ৭০ টাকা। গলদা চিংড়ি ৮০ টাকা। ট্যাংরা ৬০ টাকা কেজি। মাংস ৪০ টাকা কেজি। জ্যান্ত মুরগী ওজনে ৪০ টাকা কেজি। পাখা ছাড়ালেই ৫০০ গ্রাম থেকে ৬০০ গ্রাম। "বল হরি হরি বোল।" করবেনটা কি? আগে পকেটে টাকা নিয়ে থলেতে বাজার করতেন। এখন থলেতে টাকা নিয়ে পকেটে বাজার করতে পারবেন—এইটুকু সুবিধা। মসলা পাতির দাম শুনাতাম। কিন্তু ভয় হয় শুনে ভিরমী খাবেন। তাই থাক। সরকার সব জেনেও চুপচাপ। জানেন বেশী তড়পালে বেওসা-দাররা নির্বাচনে টাকা দেওয়া বন্ধ করবে। তাহলে দলই তুলে দিতে হবে। ফলে আরো বেকার বাড়বে। দলের ক্যাডার, যারা দুপয়সা কামিয়ে সংসার চালাচ্ছেন, তাঁরা প্রকাশ্যেই গলায় চাকু চালিয়ে ছিনতাই করতে শুরু করবে। সম্প্রতি অনেক টাল-বাহানা করে কেন্দ্রীয় বাজেট পাশ হলো। পাশ যাঁরা করলেন তাঁরা তো বাইপাশ রোড ধরে তক্তে বহাল তবিয়তে রইলেন। কিন্তু ছাপোষা আমরা একেবারে চিঁড়ে চ্যাপটা। আমাদের অবস্থা 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?' বাজেটের মধ্যে দুটো শব্দ। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়াই বাজ + ইট। অকারে ইকারে মিলে 'বাজেট' দুটো বস্তুই বিষম। মাথায় পড়লে ছাতু। সেই দুটোই আমাদের মাথায় ভেঙ্গে সরকার 'লহু বার করকে' মুমূর্ষু দেশকে রক্ত দিয়ে বাঁচাতে চাইছেন। সে রক্ত আবার এ, বি, সি গ্রুপের নয়। একেবারে শ্রম-জীবী ডি গ্রুপের। শ্রমজীবীর রক্তই নাকি 'Hot Red' লাল রক্ত। অন্য গ্রুপের রক্ত নীল রক্ত, রাজরক্ত। ওদের বাঁচাতেই তো আমাদের রক্ত চায়। ডি ক্লাস মরুক ক্ষতি নেই, বেঁচে থাক রাজরাজারা, নবাব নাজিমের দল। তাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখেই নয়া শিল্পনীতি। তাতে সরকারী আহ্বান ব্যাণ্ড ব্যাগপাই বাজিয়ে—এস, এস, তোমরা বঁধুহে/যারা দূরে সরে আছ বাইরে। এস অনাবাসী বিদেশী/এস মার্কিন সর্বগ্রাসী/আমরা আজি দুহাত বাড়ায়ে বরণ করি সবারে।

আফিডেবিট

আমি শ্রীহীরা রায়, পিতা ফাগুলাল রায় সাং রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। গত ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩ জঙ্গিপুর প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে আফিডেবিট পূর্বক শ্রীহীরালাল দাস নামে পরিচিত হই।

বিডিও বদলী

(১ম পাতার পর)

থেকে সি ডি পির একটি নতুন গাড়ী এনে সেই গাড়ীর চালক হিসাবে জেলা শাসকের অনুমতি নিয়ে দোহাইল গ্রামের এক বেকার যুবককে নিয়োগ করেন। কিন্তু সভাপতি এতেও ব্যাগরা দিলেন। তিনি তাঁর মনোমত লোক নিতে হবে বলে চাপ দিলেন। এমন কি জানিয়ে দিলেন বিডিও যায় করুন, তিনি গাড়ী নিলে নিজের মনোমত চালক নিয়ে যাবেন। আরও জানা যায় সভাপতি এবার উপর মহলে প্রভাব খাটিয়ে বিডিওকে দার্জিলিং বদলী করালেন। এর মধ্যে নির্বাচন চলে আসায় তাঁর বদলী স্থগিত থাকল। নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিত্যসন্তোষবাবু পুনরায় তদ্বির শুরু করলেন তাড়াতাড়ি বিডিওকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে। এর ফলেই বিডিওকে চলে যেতে হলো বলে স্থানীয় মানুষ মনে করছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আরো জানা যায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হওয়ার পরই নিত্যসন্তোষ চৌধুরীর ভাগ্যোন্নতি শুরু হয়েছে। ভুমিহরের ও ইমামনগর গ্রামের সেতু নির্মাণ এবং সমসাবাদে 'ইন্দিরা নিবাস' নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সাগরদীঘিতে শ্রীচৌধুরীর পাকা বাড়ী তৈরী কাকতালীয় ঘটনা বলে স্থানীয় জনগণ মনে করেন। জনগণের অভিযোগক্রমে ব্লকের আর ডাবু পি এস এ ইকে 'ঐ সমস্ত কাজের শিক সিমেন্ট ঠিকমত ব্যবহৃত হচ্ছে না'—এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করায় সভাপতি তিনি উপর আরও ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁকে সরাতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে তদ্বির শুরু করেন।

সাক্ষরতা অভিযান

মহাশয়, দেরীতে হলেও আমাদের জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচী গ্রহণ ও তা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আগামী ১৬ই আগষ্ট, ১৯৯১, শুক্রবার, বেলা ২ ঘটিকায় মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সভাকক্ষে এক সভা আহ্বান করা হয়েছে। জেলাব্যাপী এই ব্যাপক অথচ সুসংহত একটি কর্মসূচী রূপায়ণে আপনার এবং আপনাদের দল ও সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য্য। এ কারণে আপনার দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সভায় উপস্থিত থেকে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণের সভাকে সফল করতে অনুরোধ জানান হচ্ছে।

সভায় পঞ্চায়েত, পৌরসংস্থা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ, সরকারী সংস্থাগুলি এবং প্রশাসনের প্রধানদের এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আবেদন জানান হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সভায় আমাদের জেলার কর্মসূচীকে অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ সূর্য্য মিশ্র উপস্থিত থাকতে সম্মত হয়েছেন। মাননীয় সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া ঘোষ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনিসুর রহমানও সভায় উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করি।

আপনাদের সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে

নির্মল মুখোপাধ্যায়,
সভাধিপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

এ, এস, লাম্বা, আই-এ-এস
জেলা সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ

(জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ)

জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের রবীন্দ্র পল্লীর ভিতর নূতন ডাকঘরের পার্শ্বে রাস্তার ধারে তিনকাঠা বাসোপযোগী জায়গা বিক্রি হবে।

যোগাযোগ করুন।

শ্রীতুলুপদ দাস
১৩৪, বড়জোনপুর
পোঃ কাঁচরাপাড়া
জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণা

বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে

রঘুনাথগঞ্জ শহরের S. D. O. কোর্ট সংলগ্ন ভদ্র পরিবেশে ৬ খানা ঘর সম্বলিত বসবাস/সরকারী অফিসের উপযোগী স্বয়ং সম্পুর্ণ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে। যোগাযোগের স্থান—

দিবেন্দুশেখর নাথ
এ্যাডভোকেট
জঙ্গিপুর কোর্ট

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদের লোক সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'লোকশ্রুতি' সর্বশেষ মার্চ সংখ্যা এখনও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, শহীদ সূর্য্য সেন রোড, বহরমপুর এই ঠিকানা হতে পাওয়া যাচ্ছে। আগ্রহী পাঠকবর্গ পাঁচ টাকা মূল্যে বইটি সংগ্রহ করতে পারেন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজি নং L/44399

সাগরদীঘি রোড, আইলের উপর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেন্ট চাই

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

SARMISTHA FINANCE LIMITED

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।